সমাপনী প্রতিবেদন

জুন ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৭

প্রত্যাশা প্রকল্প

সহযোগিতায়: গণসাক্ষরতা অভিযান ও ডিএফআইডি

বস্তবায়নে:

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন,বাগবাড়ী,শহিদনগর,কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের লক্ষ্য: শিশুদের শতভাগ ভর্তি,ঝরে পড়ারোধ ,প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তী করণ পরবতী স্তরে শতভাগ ভর্তি

উদ্দেশ্য: স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদকাল: জুন ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকল্প এলাকা:

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মন্তব্য
১	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	ভদ্রঘাট	
২			ঝাঐল	
৩		রায়গঞ্জ	ধানগড়া	
৪			পাঙ্গাসী	

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যায়: ৩৫২৩৮৯০

একনজরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সমুহ:

ক্রঃ নং	কার্জক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	পার্থক্য	অর্জন না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
০১	মা - সমাবেশ	৩১০ টি	২৮৮টি	২২ টি	পরীক্ষা, ছুটি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	
০২	শিক্ষক এস এমসি সমন্বয় সভা	১০০	৯২টি	৮	”	
০৩	ইউনিয়ন শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে শিক্ষঅ বিষয়ক মত বিনিময় সভা।	৪২ টি	৩৭টি	৫টি	নির্বাচন	
০৪	বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিদ্ধিদের সাথে মত বিনিময় সভা	৪টি	৪ টি	---	---	
০৫	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জন অংশগ্রহন বিষয়ক মত বিনিময় সভা	০৮ টি	৮ টি	---	---	
০৬	বিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশঅলা	২৯ টি	২৯ টি	---	- ---	
০৭	ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	০৮টি	৮টি	---	---	
০৮	প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা	৪টি	৪টি	--	--	

ক্রঃ নং	কার্জক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	পার্থক্য	অর্জন না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
	ব্যাবস্থায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টশন					
০৯	প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যাবস্থায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেসার্স ওরিয়েন্টশন	৮টি		--	--	
১০	আনন্দদায়ক ও কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষন-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টশন	৮টি	৮টি	--	--	
১১	শিক্ষন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ সমূহ আমাদের করণীয় বিষয়ক মত বিনিময় সভা	৮টি	৮টি	--	--	
১২	জন অংশ গ্রহনের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে ষান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন।	৭৩ টি বিদ্যালয়ে ৭৩ টি	৭৩ টি	--	---	
১৩	আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত তথ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা	১২ টি(প্রতি ইউনিয়নে ৩বার)	১২ টি	--	--	
১৪	ইউনিয়নের আর্থিক সামজিক অবস্থার খানা জরিপ	(চার ইউনিয়নে) ৪টি	চার ইউনিয়নে ৪টি,	--	--	
১৫	প্রকল্প সমাপনী জড়িপ	(চার ইউনিয়নে) ৪টি	চার ইউনিয়নে ৪টি,	--	--	
১৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার বিষয়ক মত বিনিময় সভ	১টি	১ টি	--	--	
১৭	কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির দ্বিমাসিক সভা	৮০ টি	৮০টি	--	---	
১৮	শিক্ষা বিষয়ক প্রচারনা কার্যক্রম (মাইকিং ও ডিস লাইনে প্রচার)	১২ টি (৪ ইউনিয়নে ৩বার)	১২ টি ৪ ইউনিয়নে ৩ বার,	--	--	
১৯	সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ।	১২টি	১২ টিশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ।	--	--	
২০	বিশিষ্ট জনদের স্কুল পরিদর্শন (গণসাক্ষরতা অভিযান ডিএফআইডির প্রতিনিধি)	৪বার	৪বার ।	--	---	
২১	শিক্ষায় সম-অধিকার	১ বার	১বার	--	--	

ক্রঃ নং	কার্জক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	পার্থক্য	অর্জন না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
	প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা।					
২২	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এস এমসি এবং অভিভাবকদের ভুমিকা বিষয়ক মত বিনিময় সভা	৮টি	৮টি ছ।	--	--	
২৩	প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে জনতার সংলাপ।	২ বার	২বার	--	--	
২৪	মহান বিজয় দিবস উৎযাপন	১৪ টি	১৪ টি	--	--	
২৫	শেষ্ঠ বিদ্যালয়,শিক্ষক,এস এমসি শিক্ষানুরাগী নির্বাচন করে সম্মননা প্রদান	৪টি	৪ টি	--	--	
২৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড প্রোগ্রাম	১৮ টি	১৮	--	--	
২৭	বিদ্যালয় শিক্ষন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতা জোরদারকরণ বিষয়ে মত বিনিময় সভা।	(৪ ইউনিয়নে)৪টি	৪ইউনিয়নে	--	--	
২৮	শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জন গোষ্ঠীর পরিবীক্ষন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৬টি	৬টি	--	--	
২৯	প্রাথমিক শিক্ষায় সম–অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মত বিনিময় সভা	৪টি	৪টি	--	--	
৩০	বই পড়া উৎসব	২টি	২টি	- -	--	
৩১	শিক্ষা মেলা	৪টি	৪টি	--	--	
৩২	সিটিজেন রিাপোর্ট কার্ড প্রাথমিক শিক্ষা খাত-২০১৬	১টি	১টি	--	--	
৩৩	বিশ্ব শিক্ষক দিবস	৮টি	৮টি	- -	--	
৩৪	ওয়াচ কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন অবহিতকরণ সভা	২টি	২টি	--	--	
৩৫	প্রকল্প শেষে অগ্রগতি পর্যালোচনা করায় ওয়াচ কমিটি, অভিভাবক,এস এমসি-পিটিএ-স্যাক সাথে	৪টি	৪টি	--	---	

ক্রঃ নং	কার্জক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	পার্থক্য	অর্জন না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
	এফজিডি					
৩৬	অভভাবক সমাবেশ	৭৩	৭০	৩	পরীক্ষা ও সরকারী ছুটি	

প্রকল্পের কার্যক্রম ভিত্তিক সংখ্যাগত ও গণগত অর্জন সমুহের বর্ননা:

১. মা সমাবেশ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১০ টি অর্জন হয়েছে ২৮৮ টি মায়েরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে ,স্কুল ড্রেসের হার বেড়েছে,শিক্ষক অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। ছাত্র /ছাত্রীর অভিভাবকগণ তাদের দায়িত্ব সমন্ধে বুঝতে সক্ষম হয়েছে ও বিদ্যালয়মুখী হয়েছে,উপস্থিতির হার বেড়েছে। বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে,লেখাপড়ার ফলাফল ভাল হচ্ছে।

২.পরিবর্তনঃ বর্তমানে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন। শিক্ষার্থীদেও বাসায় পাঠাভ্যাস গড়ে তুলছেন। অভিভাবকগণ নিয়মিত শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ কওে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

৩.ফলাফলঃ অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে,ঝওে পড়া হ্রাস হচ্ছে।

শিক্ষনীয় দিক সমুহ:মা সমাবেশের মাধ্যমে মায়েদেও উপটস্থিতি নিশ্চিতকরা সম্ভব।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমুহ:

সুপারিশ:মা সমাবেশ প্রতি মাসে নিয়মিত করা।

২. শিক্ষক এস এমসি সমন্বয় সভা লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১০০ টি অর্জন হয়েছে ৯২ টি ,শিক্ষক এবং এস এমসি পরস্পর যোগাযোগ বেড়েছে,শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে যো্গারেযাগ করছে। হোম ভিজিটে এস এমসি সদস্যগণ অংশগ্রহন করছে। ভর্তিও হার বেড়েছে। ঝরে পড়া হ্রানস পেয়েছে ।

পরিবর্তনঃ শিক্ষক এস এম,সি যৌথভাবে হোম বিজিটের ফলে অভিভাবকগন

বিদ্যালয়মুখী হয়েছে।

সুপারিশঃ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষক এস এমসি সভা নিয়মিত করার ব্যবস্থা।

৩. ইউনিয়ন শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে শিক্ষা বিষয়ক মত বিনিময় সভা লক্ষ্যমাত্র ছিল ৪২ টি অর্জন হয়েছে ৩৭ টি ফলে মত বিনিময় সভার বিদ্যারয়ের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট,মাটিকোড়া ভরাট,রায়গঞ্জ,সরকারী প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ঝাঐল,রেিজিয়া মকছেদ,চালা

ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের যেমন ঃঝাপড়া কাজিপুর সরকারী ভরাট,ঝাঐল সরকারী প্রাতমিক সরকারী প্রাতমিক বিদ্যালয়ে মাঠ বিদ্যালয়,জয়েনপুর সরকারী ভরাট,চেয়ার ফ্যান,ওয়ারিং সরকরী প্রাথমিক বিদ্যালয়,বেংনাই,বেইংনাই উত্তর,মিত্র তেঘরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষঅ উপকরন বিতারন।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ে সোন্দার্য বর্ধন হয়েছে,

ফলাফলঃ শিক্ষার্থীরা খেলাদুলাসহ বিদালয়ে সুন্দও পরিবেশ পেয়েছে।

সুপারিশঃ ইউনিয় পরিষদেও বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ

৪. বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিদ্ধিদের সাথে মত বিনিময় সভাঃ লক্ষমাত্র ছিল ৪টি ,অর্জন হয়েছে ৪টি ,বিভিন্ন পর্যায়ের

প্রতনিদ্ধিদেও সাথে বিভিন্ন সময়ে মিটিং করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে,মিটিং কওে তাদেও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পের্কে সচেতন হয়েছে। বিভিন্ন প্রর্যায়ের প্রতিনিদ্ধিগন বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অর্থ প্রদান করেছে।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন হয়েছে।

ফলাফলঃ আটঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদলয়ে ব্যাক্তিগত অনুদানে ২ টি ফ্যান প্রদান করেছে।বৈদ্য দোগাছি সরকারী প্রাতমিক বিদ্যালয়ে আলমারী প্রদান করেছে।

সুপারিশঃ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিন্ধিদের প্রতি কোয়াটারে একটি মিটিং নিশ্চিত করা।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জন অংশগ্রহন বিষয়ক মত বিনিময় সভাঃ লক্ষ্যমাত্র ছিল ৮ টি,অর্জন হয়েছে

৮টি ফলে প্রাতমিক জন অংশগ্রহন বেড়েছে এস এমি স অভিভাবকগণ স্বচ্ছেন্দে মতামত প্রকাশকরছে।মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। মতামত প্রকাশের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিযোগ ও পরামর্শ বক্স র্সরক্ষিত আছে।

পরিবর্তনঃ এলাকার জন গণ বিদ্যালয়মুখী হয়েছে,শিক্ষকগণ যা্ সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত নিশ্চিত হয়েছে।

সুপারিশঃ অভিভাবকদেরকে ওুরয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা।

৬.বিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা,সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ তাদেও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।সরকারী বরাদ্দকৃত অথবা

স্লিপের বরাদ্ধকৃ অর্থেও যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে । সদস্যগণ সক্রিয় হয়েছে। স্লিপের বরাদ্ধকৃত অর্থ সরকারী বিধি মোতাবেক ব্যবহার হচ্ছে। এবং কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

ফলাফলঃ স্বচ্ছতা জবাব দিহীতা নিশ্চিত

সুপারিশঃ সকল কাজে জবাব দিহীতা নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা।

৭.ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪ টি ,অর্জন হয়েছে ৪টি ফলে

শিক্ষক,ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক ও সকল কমিটির সদস্যগণ অনৃপানীত ও উৎসাহিত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীগণ বিনোদন পেয়ে নিয়মিত স্কুলে আসতে অব্যস্ত হয়েছে। উপস্থিতির হার বেড়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ বেড়েছে। শিক্ষক,অভিভাবকদেও মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন হরেয়ছে।

পরিবর্তনঃ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠ কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

ফলাফলঃ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানষিক বিকাশ ঘটছে।

সুপারিশঃ সহপাঠ কার্যক্রমের পর্যাপ্ত উপকরন সরবরাহ করা।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টশনঃ লক্ষ্যমাত্র ছিল- ৪টি,অর্জন হয়েছে- ৪টি ।শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক, ও সকল কমিটির সদস্যগণ প্রাথমিক শিক্ষা মান উন্নয়নে সুশাসন বিষয়ে ধারনা অর্জন করেছে ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ণ শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক মধ্যে সৌহার্দ্যপূন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ও কার্যক্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রণয়ণ শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক আন্তরিক মনোভাব গড়ে উঠায় ইহা সুন্দরভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে।

পরিবর্তনঃ শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক মধ্যে সম্প্রীতি, চেতনাবোধ,শ্রদ্ধা ও আন্তরিক মনোভাব সৃষ্ঠি হয়েছে।

ফলাফলঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্ঠি হয়েছে।

সুপারিশ ঃ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বেশি বেশি সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টশন প্রয়োজন।

৯. প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেসার্স ওরিয়েন্টশনঃ লক্ষ্যমাত্র ৮টি ,অর্জন ৮টি ।শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক, ও সকল কমিটির সদস্যগণ প্রাথমিক শিক্ষা মান উন্নয়নে সুশাসন বিষয়ে ধারনা অর্জন করেছে ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুর্বের অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে।সুশাসন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা রাখছে। শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক, ও সকল

কমিটির সদস্যগণ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নেপরিকল্পনা ব্যবস্থায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেসার্স ওরিয়েন্টশন গুণাগত পরিবর্তনে সহায়ক দায়িত্ব পালন করছে ।

পরিবর্তনঃ শিক্ষক ও অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের প্রতি সহনশীল আচারণ সহ উৎসাহিত করছেন এবং শিক্ষার্থীও তাদের প্রতিশ্রদ্ধানত হয়ে আদেশ উপদেশ মেনে চলছেন।

ফলাফলঃ শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক, ও সকল কমিটির সদস্যগণ দায়িত্বশীল হয়েছেন।

সুপারিশঃ প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেসার্স ওরিয়েন্টশন তিনমাস অন্তর-অন্তর করাদরকার।

১০. আনন্দদায়ক ও কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষন-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টশনঃ লক্ষ্যমাত্র ৮টি ,অর্জন ৮টি ।শিক্ষকদের পাঠদানে উপকরনের ব্যবহার বেড়েছে। বাস্তবমুখী পাঠদানের ফলে ছাত্র/ছাত্রী গণ পাঠে মনোযোগ নিবেশ

করেছে ও সহজে পাঠ্য বিষয়ে ধারনা অর্জন করছে।শিক্ষাথীদের শ্রেণি উপযোগী উপকরণ ধিয়ে পাঠদান করলে দুর্বোধ্য বিষয় সহজে বুঝতে সক্ষমতা লাভ করে।শিক্ষার্থীদেও শিক্ষণ শিখনোর ক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার একটি গুরুত্ব পুন ভুমিকা রাখছে।শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের কষ্টসাধ্য বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম করা।বর্তমানে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষক নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে শ্রেণিকক্ষে উপরণের ব্যবহার করছেন ।

পরিবর্তনঃ শিক্ষকগণ যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার করছেন।

ফলাফলঃ শিক্ষার্থী নিজেরাই উপকরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ও ভালো ফলাফল করছে।

সুপারিশঃ পযাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করা।

১১. শিক্ষন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ সমূহ আমাদের করণীয় বিষয়ক মত বিনিময় সভাঃ লক্ষ্যমাত্র ৮টি ,অর্জন

৮টি প্রাথমিক শিক্ষা ও সাথে সম্পৃক্ত সকলে দায়- দায়িত্ব বা করণীয় বিষয়ে বুঝতে পেরেছে ,প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও বাধার ক্ষেত্র সমূহ দলীয় কাজের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছে এবং উত্তরণের উপায় সমূহ চিহ্নত করছে।তদুপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।স্থানীয় জনগণ ,বিভিন্ন প্রকার কমিটি সদস্যগণ, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ শিক্ষন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ সমূহ স্থানীয়ভাবে নিরসনযোগ্য তা নিরসন হয়েছে।

পরিবর্তনঃশিক্ষকগণ আন্তরিকভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন।

ফলাফলঃ সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়।

সুপারিশঃ যে সকল সদস্যকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

১২.জন অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে স্মান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণঃ লক্ষ্যমাত্র ৭৩টি ,অর্জন ৭৩টি জন অংশগ্রহন নিশ্চিত হয়েছে ও জনগনের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহন করতে পেরে উৎসাহিত হয়েছে। কমিউনিটির লোকজন বিদ্যালয়কে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করছে। অন্যদেরকে উৎসাহিত করছে।জনঅংশগ্রহন বৃদ্ধির ফলে জনগনের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারা যায়।

পরিবর্তনঃ স্থানীয় জনগন বিদ্যালয়ের প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি হয়েছে।

ফলাফলঃ বিদ্যালয়ের অবকোঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে।

সুপারিশঃ স্থানীয় জনগনকে প্রাথমিক শিক্ষঅ্ও মান উন্নয়নে আরো ওরিয়েন্টশন করানো।

১৩. আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত তথ্য চিত্র লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১২ টি অর্জন হয়েছে ১২ টি ১২ শিক্ষক ,এস এমসি , ওয়াচ কমিটি ও স্যাক সদস্যগণ আদর্শ বিদ্যালয় সমন্ধে ধারনা অর্জন করে তারা তাদের নিজেদর এলাকার বিদ্যালয় গুলোকে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য অনুপ্রানীত হয়েছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নসহ উদ্যোগ গ্রহন করেছে।মডেল বিদ্যালয় করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

পরিবর্তনঃ সীমামা প্রাচীর ,শেন্য কক্ষ সজ্জিতকরন ও ফুলের বাগান নির্মান।

ফলাফলাঃ বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশঃ আদর্শ বিদ্যালয় গুলোকে সম্মাননার ব্যবস্থা করা যাতে সকলে আদর্শ বিদ্যালয় করার জন্য অনুপ্রানীত হয়।

১৪ ইউনিয়নের আর্থিক সামজিক অবস্থার খানা জরিপ লক্ষ্য মাত্র ছিল ৪ ইউনিয়নে ৪টি অর্জন হয়েছে ৪টি, চার ইউনিয়নে ৪টি, ইউনিয়নের সকল খানার আর্থিক,শিক্ষা, ও বয়স ভিত্তিক সকল চিত্র বা তথ্য উপাত্য সমন্ধে ধারনা অর্জন হয়েছে।প্রাপ্ত তথ্যেও আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা মান উন্নয়ে ন গুনগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং তদউপলক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

পরিবর্তনঃ অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ,শিক্ষার্থীদের ঝড়েপরা হ্রাস,বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশূদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করানো বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি।

ফলাফলঃ প্রাতমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

সুপারিশঃ প্রকল্পের জরিপের তথ্য উপজেলা পর্যায়ে উপস্থাপন এর ব্যবস্থা করা।

১৫.

প্রকল্প সমাপনী জড়িপ,লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪ টি অর্জন হয়েছে ৪টি সমাপনী জড়িপের ফলে কর্ম এলাকার অর্থিক, শিক্ষা ও বয়স ভিত্তিক সমিজিক অবস্থার বিভিন্ন অবস্থার পর্বের অবস্থানের সাথে তুলনামুলক চিত্র দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা

উপযোগী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়মুখী বৃদ্ধি হয়েছে। সাজমাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তুলনামুলক অবস্থার উন্নয়ন দেখে এলাকার জন গন উৎসাহিত হয়েছে। অভিভাবকগন শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষত করার জন্য আগ্রহী হয়েছে।

পরিবর্তনঃ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলাফলঃ শিক্ষক, আসে এমসি,স্যাক কমিট ও অভিভাবকদের মধ্যে জন সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশঃ জন সচেতনতা সুষ্টির জন ভিডিও বা তথ্য চিত্র প্রদর্শন করা।

১৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার বিষয়ক মত বিনিময় সভা লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১ টি অর্জন হয়েছে ১টি ১ টি কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্টান কি সেবা সে প্রদান করিবে এবং কি সেবা সে গ্রহন করিবে সে বিষয়ে ধারনা পরিস্কার হয়েছে। সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাকে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে সে বিষয়ে ধারনা অর্জন করেছে।

পরিবর্তনঃ নিজ নিজ দায়িত্ব বিষয়ে অকিবহাল হয়েছে।

ফলাফলঃ সেবা প্রাপ্তিতে সহজ লভ্য হয়েছে।

সুপারিশঃ সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের বিষয়ে সরকারী বেসরকারী সকল সংস্থাকে আরো পরিস্কার বা সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করা।

১৭. কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির দ্বিমাসিক সভা ,লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০ টি অর্জন হয়েছে ৮০ টি , ওয়াচ কমিটির সদস্যগণ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পেরেছে স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রনী ভুমিকা রেখেছে। জন সচেতনতা বৃদ্ধি ,ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে যোগাযোগ পুর্বক অনুদান গ্রহন ও বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন নিশ্চিতকরন। বিদ্যালয় পরিদর্শন ,শিক্ষার্থীর বাড়ী পরিদর্শন,বিভিন্ন সভা,সেমিনারের আয়োজন। মিক্ষা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন।

পরিবর্তনঃ ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতির হার বেড়েছে ,অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ বেড়েছে, বিদ্যালয়ের পনিরবেশ উন্নত হয়েছে।

ফলাফলঃ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হয়েছে।

সুপারিশঃ ওয়াচ কমিটির সদস্যদেরকে ওরিয়েন্টশনের ব্যবস্থা করা।

১৮. শিক্ষা বিষয়ক প্রচারনা কার্যক্রম (মাইকিং ও ডিস লাইনে প্রচার) লক্ষ্য মাত্র ছিল ১২ টি অর্জন হয়েছে ১২টি, ১২ টি ৪ ইউনিয়নে ৩ বার,অভিভাবক গণ ভর্তির সময় সীমা বুঝতে পেরেছে সঠিক সময়ে ভর্তি করতে নিজে উৎসাহিত হয়েছে এবং অন্য উৎসাহিত করেছে।শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সক্রিয়ভাবে ভুমিকা পালন করছেন।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয় বয়সী সকল শিশূকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন।

ফলাফলঃ ঝরে পরা হ্রাস পেয়েছে।

সুপারিশঃ সরকারী ভাবে মিড দ্যা মিল চালু করা।

১৯. সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন । লক্ষ্য মাত্র ছিল ১২ টি অর্জন হয়েছে ১২টি,১২ টিশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় সমন্ধে ধারনা অর্জন ও নিজ এলাকার বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ট বিদ্যালয় করার জন্য প্রতিযোগিতা। শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের বেশী বেশী সম্পৃক্ত করা,বিদ্যাালয় অঙ্গিনায় ফুলের বাগান করা,শ্রেনী কক্ষ পরিস্কার ও মনিষীদের ছবি অংকন। টয়লেট পরিস্কার , দেওয়াল লিখন,বিভিন্ন সহপাঠ কার্যক্রমের প্রতিযোগিতা।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি।

ফলাফলঃ শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।

সুপারিশঃ প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি উপকরণ রুম বা পৃথক পাঠাগার থাকা দরকার।

২০. বিশিষ্ট জনদের স্কুল পরিদর্শন (গণসাক্ষরতা অভিযান ডিএফআইডির প্রতিনিধি) লক্ষ্য মাত্র ছিল ৪ বার অর্জন হয়েছে ৪ বার,এারাকার ওয়াচ কমিটির প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন ,ও উপজেলা প্রশাসন,উন্নয়নের দিক তুলে ধরে মত বিনিময় করেন এবং বিদ্যালয়ের ধার াবাহিক উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।

পরিবর্তনঃ বিশিষ্ট জনদের পরামর্শ প্রদানের ফলে বিদ্যালয় কে আদর্শ করতে উৎসাহিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নকে গতিশীল করতে সহায়ক হয়েছে।

ফলাফলঃ বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে।

সুপারিশঃ বিশিষ্টজন কর্তৃক বেশী বেশী বিদ্যালয় পরিদর্শন করানো।

২১ শিক্ষায় সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা।লক্ষ্য মাত্র ছিল ১টি অর্জন হয়েছে- একটি। ওয়াচ কমিটির কার্যক্রম বিষয়ে ধারনা অর্জন করে উৎসাহিত হয়েছে এবং নিজ ইউনিয়নে কাজ করার জন্য অনুপ্রানীত হয়ে প্রত্যাশা প্রকল্পকে কাজ করার জন্য আহবান করে ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগন মুগ্ধ

তাদের কর্ম এলাকায় উক্ত কার্যক্রম চাল করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরিবর্তনঃ লিঙ্গ বৈশম্য ,ধনী গরীব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে সম–অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

ফলাফলঃ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন ও উপজেলা ওয়াচ কমিটি গঠনে উৎসাহিত হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন ও উপজেলা ওয়াচ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

২২. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এস এমসি এবং অভিভাবকদের ভুমিকা বিষয়ক মত বিনিময় সভা।লক্ষ্য মাত্র ছিল ৮ টি অর্জন হয়েছে ৮টি, শিক্ষক,এস এম সি অভিভাবকগণ তাদের দায়িত্ব সমন্ধে ধারনা অর্জন করেছে ,দায়িত্বশীল হয়েছে এবং শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরী হয়েছে,এস এম সি কমিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত তদারকী করেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নমুখী পরিবকল্পনা গ্রহন করেন,অভিভাবকগন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়নসহ,পরিবেশ উন্নয়ন হচ্ছে।

ফলাফলঃ পি এস সি পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করেছে।

সুপারিশঃ সকল অভিভাবক , এস এমসি সদস্যদের ওরিয়েন্টশনের ব্যবস্থা করা।

২৩ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে জনতার সংলাপ। লক্ষ্য মাত্রা ২ বার অর্জন হয়েছে ২ বার প্রতিবন্ধী শিশূদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি। প্রতিবন্ধীদের সমাজের সকল স্তরে সুযোগ করা বা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা অন্তে প্রতিবন্ধী শিশুদের। কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

পরিবর্তনঃ প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের ইতিবাচক মনোভাব তৈরী।

ফলাফলঃ প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলীত থাকবে না।

সুপারিশঃ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান।

২৪ মহান বিজয় দিবস উৎযাপন,লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৪ টি অর্জন হয়েছে ১৪ টি, বিজয় দিবসের তাৎপর্য সকলের মাঝে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি।বাঙ্গালী জাতীর গৌরবের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষার্থদের উদ্দেশ্যে বলা দির্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন স্বার্বভৌমত্ব এই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীকে পরাজীত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বরে বিজয় লাভ কওে এই বাংলাদেশ।

পরিবর্তনঃ মিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীগন স্বাধনিতার প্রতি শ্রোদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়েছে।

ফলাফলঃ শিক্ষার্থীরা বিজয়ের প্রকৃত বিজয়ের ইতিহাস জানবে।

সুপারিশঃ প্রতি বৎসর আরো জাগ জমক ভাবে এই মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা।

২৫.শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়,শিক্ষক,এস এমসি শিক্ষানুরাগী নির্বাচন করে সম্মননা প্রদান লক্ষ্য মাত্র ছিল ৪টি অর্জন হয়েছে ৪টি, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়,শিক্ষক,এস এমসি শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিগণ অনুপ্রানীত হয়েছে প্রতযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছে।বিদ্যালয়কে কিভাবে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিনত করা যাবে সে কলাকৌশল অভিজ্ঞতা বিনিময়।পরস্পর আলোচনা করে বা পরামর্শ করে ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এস এমসি কমিটির মধ্যে আন্তরিকতা ও দায়িত্ব কর্তব্য পরায়ন হয়েছে।

পরিবর্তনঃ সকলেই আন্তরিকভাবে কাজ করছেন।

ফলাফলঃ প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টি।

সুপারিশঃ প্রতি বৎসর এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

২৬.প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড প্রোগ্রাম লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৮ টি,অর্জন হয়েছে-১৮টি কমিউনিটির লোকজন স্কোরের মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয় উন্নয়ন করতে এগিয়ে এসেছে। পিছিয়ে পরা স্কুল চিহ্নিত করে সূচক এর মাধ্যমে স্থানীয় জন গনকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে উৎসাহিত করা ।মিক্ষক ও এস এমসি কমিটির দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয় অঙ্গিনায় ফুলের বাগান ,নিয়মিত এস এম সি ,পিটিপএ কমিটর মিটিং ,ফুলের বাগান ,টয়লেট ও অঙ্গিনা পরিস্কার।

ফলাফলঃ স্বচ্ছতা ও জবাব দীহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

সুপারিশঃ পিছেয়ে পড়া সকল স্কুলে স্কোর কার্ড কর্মসূচী চালু করা।

২৭ . বিদ্যালয় শিক্ষন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতা জোরদারকরণ বিষয়ে মত বিনিময় সভা। লক্ষ্যমাত্র ছিল চারটি অর্জন হয়েছে ৪টি পুর্বের প্রশিক্ষনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষন সহায়ক পবিেশের উন্নয়ন করা।শিক্ষার পরিবেশ উন্নত ,শিশূ বান্ধব পরিবেশ,উপকরণ সমৃদ্ধি শ্রেনী কক্ষ বিনোদনমুলক পাঠদান।মিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধু সুলভ আচারন,মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাশ,দলীয় কাজ ইত্যাদি।

পরিবর্তনঃ পাঠদানের কলা কৌশল পরিবর্তনঃ

ফলাফলঃ শিক্ষার্থী সহজেই পাঠ বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

সুপারিশঃ শ্রেনী উপযোগী উপকরণ সরবরাহ করা।

২৮.শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জন গোষ্ঠীর পরিবীক্ষন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন,লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৮টি অর্জন হয়েছে ৮টি স্থানীয় কমিটির সদস্যগণ পরীবিক্ষনের মাধ্যমে

বিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা জবাবদিহীতা নিশ্চিত হয়েছে।মনিটরিং দলের সদস্যগন দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়েছে। সদস্যগণ সক্রিয় হয়েছে।বিদ্যালয়ে সকল বিষয়ে খতিয়ে দেখছেন যে,কোন কোন উপকরন আছে আর কোন উপকরন নেই ,কোন দিকে সফলতা আর কোন বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে তা পরীবিক্ষন করে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনাসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন।

পরিবর্তনঃ মিক্ষক যথা সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ও ক্লাশে প্রবেশ।

ফলাফলঃ বাহ্যিক উন্নয়ন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ।

সুপারিশঃ সকল সদস্যকে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা।

২৯. প্রাথমিক শিক্ষায় সম–অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মত বিনিময় সভাঃ লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪টি,অর্জন হয়েছে ৪টি,

বিদ্যালয়ের ধনী গরীব,হিন্দু,বৌধ খৃষ্ঠান বা উচ্চ বর্ন,নিচু বর্ন ছেলে মেয়ে ,হিজরা,পথ শিশু,বঞ্চিত শিশু,বস্তির শিশু, সকল শিশু শিক্ষায় সম–অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ক ,সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ,দায়িত্ব কর্তব্য ,সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবর্তনঃ সকলের সম-মনোভাব তৈরীঃ

ফলাফলঃ একিভূত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।

সুপারিশঃ এদের সকলকে সম–মর্যাদার পরিবেশ সৃষ্টি।

৩০. বই পড়া উৎসব লক্ষ্য ছিল ২টি অর্জন হয়েছে ২ ,ছাত্র /ছাত্রীগন ইতহাস চেতনায় উদ্বধকরণ,প্রকৃত ইতিহাস

উদঘাঁন করা ও জানা ,ঐতিহাসিক বই পরে দেশপ্রেম মুল্যবোধ ও স্বাধীনতায় জাগ্রত করা। উৎসব মুখর পরিবেশে এই উৎসব উদযাপনে প্রাতমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ছাত্র/ছাত্রী বই পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়েছে।

পরিবর্তনঃ বই পড়ার মনোভাব সৃষ্টি

ফলাফলঃ প্রকৃত ইতিহাস জানার কৌতহলী হওয়াঃ

সুপারিশঃ বই পড়া উৎসব ৬ মাস পর পর ইউনিয়ন ভিত্তিক আয়োজন করা।

৩১.শিক্ষা মেলাঃ লক্ষ্য ছিল ৪টি অর্জন হয়েছে ৪টি ,বিদ্যালয়ের উপকরণ সমৃদ্ধিকরন,শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও

মানসিক বিকাশ। বিনোদন ব্যবস্থার প্রতিযোগী মনোবাব গড়ে তোলা। শিক্ষক,এসএমসি,অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা গড়ে তোলা।সমাজের সকল পেশাজীবিদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুন্দর ধারনা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উপকরণ ডিসপ্লে করার ফলে বিন্নতম অভিজ্ঞতা লাভ, প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবর্তনঃ বিদ্যালয়ে ভিন্নতর উপকরণ ব্যবহারের অব্যাশ।

ফলাফলঃ পরস্পর মত বিনিময়য়ের ফলে দক্ষতা অর্জন।

সুপারিশঃ প্রতি বৎসর এই মেলার আয়োজন করা।

৩২.সিটিজেন রিপোর্টি কার্ড প্রাথমিক শিক্ষা খাত-২০১৬ লক্ষ্য মাত্রা ১টি অর্জন হয়েছে-১টি,এই কাজের ফলে

বিদ্যালয়ের ,ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি,স্কুল ড্রেসের হার,পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,টিফিনের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন এর ব্যবহার,নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা,অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে সাপ্তাহে বা মসে কয় দিন আসে,বিদ্যালয়ে সকল সেবার মান নিশ্চিত হয় কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপাত্য জানা যায়।

পরিবর্তনঃ সকল তথ্য ইউনিয়ন পর্যায়ে উপস্থাপনের ফলে এলাকাবাসী তথ্য বিষয়ে অবগত হয়ে নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফলঃ জন গন তাদের করণীয় বিষয়ে অবগত হয়েছে।

সুপারিশঃ প্রতিটি ইউনিয়নে এই কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।

৩৩. বিশ্ব শিক্ষক দিবস লক্ষ্য মাত্র ছিল ৮টি অর্জন হয়েছে ৮টি, শিক্ষকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে খুবই

আনন্দিত হয়েছে যে,আমরা শিক্ষকগন অনেক সখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আমদের জন্য ইতিপুর্বে কখনই এরকম আয়োজন করা হয় নাই তাই আমরা শিক্ষক সমাজ আজ মনে হয় নতুন একটি জীবনে পদার্পন করছি,শুধু শিক্ষকই নয় এস এমসি অভিভাবকগনও আনন্দিত হয়েছেন। তারা বলেছেন এরকম অনুষ্ঠান আগামী দিনগুলোতে এনডিপি'র মতো আরো অন্যান্য সংস্থাও আয়োজন করলে ভাল হয় এবং আমরা শুধু সংস্থার উপর ভরসা করে থাকবো না আমরা নিজেরাও আয়োজনে সহযোগিতা করবো।

পরিবর্তনঃ শিক্ষক, ও এস এমসির সদসগণ আগামীতে এই আয়োজনের দায়িত্ব নিজেরাই করবে এ মনোভাব সৃষ্টি।

ফলাফল ঃ শিক্ষক এবং সদস্যগণ সদ্যোগী হয়েছেন।

সুপারিশঃ প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এই দিবস উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজন করা।

৩৪. ওয়াচ কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন অবহিতকরণ সভা,লক্ষ্য মাত্র ছিল ২টি অর্জন হয়েছে ২টি,ওয়াচ কমিটি সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়ে ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে যে কাজ করেছেন সকলের সামনে উপস্থাপন করার ফলে ওয়াচ কমিটির সদস্যগণ উৎসাহিত হয়েছেন যে, আমরা যে কাজ করেছি তা আজ সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে ,ইতিপুর্বে আমরা অনেক সংস্থার সাথে কাজ করেছি কিন্তু কখনো এরকম জন সন্মুখে তথ্য তুলে ধরা হয় নাই । ওয়াচ কমিটিরন কাজের যে,ব্যার্থতা আছে তা অতিক্রম করে সমানের দিনগুলো আরো ভালোভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন।

পরিবতনঃ ওয়াচ কমিটির সদস্যগণ পরস্পর সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, ।

ফলাফলঃ সদস্যগন সক্রীয় হয়েছেন,ওয়াচ কমিটির কাজ বেগবান হয়েছে।

সুপারিশঃ এই প্রকল্পের কাজকে আরো দীর্ঘ দিন চলমান রাখা।

৩৫. প্রকল্প শেষে অগ্রগতি পর্যালোচনা ওয়াচ কমিটি, অভিভাবক,এস এমসি-পিটিএ-স্যাক সাথে এফজিডি .

এফজিডি তে অংশ গ্রহন করে সদস্যগণ তাদের কাজের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে,উন্নয়ন হয়েছে ,প্রাতমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তাদের যে ভুমিকা বা অবদান আছে তা বুঝতে পেরেছে,বুঝতে পেরে তারা আনন্দিত হয়েছেন। আগামী দিনে তার এরকম কাজ আরো বেশী বেশী করার জন্য ইচ্ছা পোষন করেছেন।

পরিবর্তনঃ সকল সদস্যগন পুর্বেও তুলনায় সক্রীয় হয়েছেন।

ফলাফলঃ স্বেচ্ছায় কাজ করার মনোভাব সৃষ্টি।

সুপারিশঃ সকল কাজের শেষে এরকম অগ্রগতি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা।

৩৬ .অভিভাবক সমাবেশ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৩ টি অর্জন হয়েছে ৭০ টি অভিভাবকরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে ,স্কুল ড্রেসের হার বেড়েছে,শিক্ষক যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। ছাত্র /ছাত্রীর দায়িত্ব সমন্ধে বুঝতে সক্ষম হয়েছে ও হয়েছে,উপস্থিতির হার বেড়েছে। বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন হয়েছে,লেখাপড়ার ফলাফল ভাল

অভিভাবকদের সাথে অভিভাবকগণ তাদের বিদ্যালয়মুখী আঙ্গিনা পরিস্কার হচ্ছে।

২.পরিবর্তনঃ বর্তমানে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন। শিক্ষার্থীদেও বাসায় পাঠাভ্যাস গড়ে তুলছেন। অভিভাবকগণ নিয়মিত শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ কওে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

৩.ফলাফলঃ অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে,ঝওে পড়া হ্রাস হচ্ছে।

শিক্ষনীয় দিক সমুহ:মা সমাবেশের মাধ্যমে মায়েদেও উপটস্থিতি নিশ্চিতকরা সম্ভব।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমুহ:

সুপারিশ:মা সমাবেশ প্রতি মাসে নিয়মিত করা।

প্রস্তুতকারী

মোঃ শাহ আলম সরকার

প্রোগ্রাম এ্যাসোসিয়েট

এনডিপি প্রত্যাশা প্রকল্প